প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ইলেকট্রনিক (G2P) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৭ জুলাই ২০১৮, গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভাতার টাকা সরাসরি গ্রহণ করলেন ডিজিটাল পদ্ধতিতে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য রোধ, বয়স্ক, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট এক যুগান্তকারী ও সাহসী পদক্ষেপ। এর ফলে আর দীর্ঘক্ষণ ব্যাংকের সামনে লাইনে দাড়িয়ে কষ্ট করে ভাতা গ্রহণ করতে হবে না। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তনের দিক নির্দেশনা রেখেছেন এবং স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পূর্বেই পঁচাত্তরে ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে স্বপরিবারে শহীদ হন। তিনি বলেন, '১৯৮২ সালে দেশে ফিরে আমি দীর্ঘদিন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে সমাজের অসহায় বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন মানুষের কান্না স্বচক্ষে দেখি এবং তাদের কল্যাণে কি করা যায় সে নিয়ে পরিকল্পনা করি। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পরে দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভাল না থাকার পরেও অসহায় মানুষের জন্য এ সকল নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করি। মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকেন সেজন্যই আমার এ প্রচেষ্টা'।

বক্তব্য শেষে প্রধানমন্ত্রী চার জেলার জেলা প্রশাসক ও ভাতাভোগীর সাথে কথা বলেন এবং ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভাতা গ্রহণ দৃশ্য অবলোকন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভাতাভোগীদের বক্তব্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ উপস্থিত সকলকে আবেগে আপ্লুত করে তোলে। ভাতাভোগী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু, সুস্থতা কামনা করে পুনরায় তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব জনাব নজিবুর রহমান গণভবন থেকে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। চার জেলা থেকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভিডিও কানফরেন্স এর মাধ্যমে ভাতাভোগীগণ অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ জিল্লার রহমান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে বলেন ১৯৯৮ সাল থেকে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র পরিসরে এ ভাতা কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সারাদেশে ৪০ লক্ষ জন বয়স্কভাতা, ১৪ লক্ষ জন বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা এবং ১০ লক্ষ জন অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা গ্রহণ করছেন। প্রাথমিকভাবে চার জেলার এগারো উপজেলায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৮ জন ভাতাভোগীর মাঝে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভাতার অর্থ বিতরণ শুরু হচ্ছে। তিনি বলেন, স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশব্যাপী সকল ভাতাভোগীদের ইলেকট্রনিক উপায়ে ভাতার অর্থ বিতরণ সম্ভব হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নূরুজ্জামান আহমেদ বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের আরেকটি স্বপ্ন সত্যি করলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গণভবনে মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ডা. মোজাম্মেল হোসেন, সংসদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ, অর্থসচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার, নবনিযুক্ত কম্পট্রোলার জেনারেল অব বাংলাদেশ জনাব মুসলিম চৌধুরীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিববৃন্দ, সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া চার জেলায় স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, ভাতাভোগী বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।

১৭/০৭/২০১৮

মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
উপপরিচালক
(গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ)
সমাজসেবা অধিদফতর